Je. ৭০৩.৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

A
182. Jc. 903.3
Mahendranath Gupta

(শ্রীম—কথিত)

182 Jc. 903

প্রথমভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

RARE BOOK
'A'

কলিকাতা,
নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচরণ দত্ত
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩[illegible] সাল।

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Inp. 4358
DATE 8/10/09
CALCUTTA

21. JAN. 04

সূচীপত্র।

ক।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও রাসমণীর কালীবাড়ী ১
তাঁহার ঘর ৫
পঞ্চবটী ৫
বেলতলা ৬
সমাধিমন্দিরে ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৮০, ৮৯, ৯৫, ১০১, ১৪২, ২০৫, ২৫৩,
সেবকহৃদয়ে ১৮৪, ২০৭
ভক্তমন্দিরে ১৮৮, ২০১
দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ৬৩, ৮০, ৮৩, ৯২, ১৬৩,
রাজপথে ৪৮, ১৯৯
সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে ১৪২
সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে ১০১
সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব মধ্যে ১১৭

খ।

ঠাকুর নানাভাবে—
মল্লিকা মালতী ও গুলচী ফুল ৭
বিল্বপত্র চয়ন ৭
তাঁহার বালক স্বভাব ২৯
সর্ব্বভূতহিতে রত ৪৪
ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ৬২, ১১৮, ১৫৫ ১৯৩, ২৩১
সম্প্রদায়ের অতীত (above sectarianism) ৮৭
ঈশ্বর দর্শন ১৭, ৫৬, ৭২, ৭৭, ৭৮, ১৬৮, ২০৪
সন্ন্যাসিসমাগমে ৯৯, ১৮৬, ১৯৮
অক্রোধ পরমানন্দ ২৩৮

গ।

ঠাকুর ও অবাঙ্মনসোগোচর (the Unknown and Unknowable) ৮৬, ১৬৬, ২৫৬

কালীবিগ্রহ ২, ৩
কেশব (সেন) ১২, ৩২, ৮৭
নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ১৮, ২৪, ৯৫, ৯৮, ১০০, ১২৬
বিজয় (গোস্বামী) ১০৪, ১৫৭, ২৩১
শিবনাথ ১০২, ১০৫
মাষ্টার ৯
বৃন্দে ঝি ১০
বিদ্যাসাগর ৮৫
শশধর (তর্কচূড়ামণি) ১৩২
সদরওয়ালা (Subjudge) ১৫৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬
কাপ্তেন (Captain) ৯৫, ১৭৭
রাখাল ৮০, ২৩৯
বলরাম ১৮৮, ২৩৯
ভবনাথ ১৮
মহিমাচরণ ১৭৯
ব্রাহ্মসমাজ ৪১, ৪৫, ১২৭, ১৪৫
প্রতাপ (মজুমদার) ১২২
পার্ষদসঙ্গে ২৯, ২০২
রামানুজ ২০৩
ডাক্তার (সরকার) ২২৮, ২৫০
বঙ্কিম (চট্টোপাধ্যায়) ২৪৫
গিরীশ (ঘোষ) ১৯০, ১৯৬ ২৪৪
রামচন্দ্র ২০২
সেবক সন্নিকটে ১৬৬
সভামধ্যে ১৭৭
দেউড়ীর দ্বারবান ১৬
Jesusএর ছবি ৮৪
বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ৮৪
পণ্ডিত পদ্মলোচন ৮৫
'বড়মানুষ' ১০৮
ভগবান দাস বাবাজী ১২১
বিজয় ও নরেন্দ্রের সাক্ষাৎকার ২৭৮
ডাক্তার রামনারায়ণ ২৭৫

পূজা ও নিবেদন।

—:o:—

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

মা,

ঠাকুরের জন্মোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য।

১লা ফাল্গুন, ১৩০৮।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী,
আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ।

ঘ।

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্বকথা।

(Problems of Life and Mind)

ঠাকুর ও কর্ম্মযোগ ৯, ৩৫, ৪০, ৪৬, ১২৪, ১৩৭, ১৬৮
ব্রহ্মজ্ঞান বা বেদান্তবাদ ৫৫, ৫৮, ৭৩, ৮৬, ৮৭, ৯২, ১৩৮, ১৬৮
ভক্তিযোগ ১৫, ৩৫, ৭৫, ৯৮, ১৩৩, ১৩৭, ২১৪
জ্ঞানযোগ ৩৫, ৭৫, ৮৪, ৯৮, ১৩৭, ২১৪, ২২০
মহাকালী বা আদ্যাশক্তি (God Almighty as Creator, Preserver and Destroyer) ৩৬, ৫৭, ৯০, ৯৭, ১৫৯, ২০৪
সন্ন্যাসাশ্রম ৮১, ১০৬, ১৬২, ১৬৫, ১৭১, ১৮৯, ২২৫
সাম্য (Equality of men) ১৪৭, ১৫২
ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র (Logic) ২৫
নিত্যসিদ্ধ ২৪, ৮২
নামমাহাত্ম্য ২৪, ৫২, ৫৪
কর্ম্মত্যাগ ৫৯, ১০৬, ১৩৩, ১৮৭
শরীরত্যাগ বা আত্মহত্যা ৬৩, ১৫৪,
বদ্ধজীব ৬৬, ১৫৪
ব্যাকুলতা ১৪৫, ১৫২, ১৭০
ঠাকুর ও আত্মতত্ত্ব (Immortality of the Soul) ৩৫
একেশ্বরবাদ বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ৩৭, ১৩৭ (One God; or Peace with all Religions)
সংসারের গূঢ় রহস্য ৩৯ (Problem of existence)
সমাধিতত্ত্ব ৫৯, ৮৩
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যতত্ত্ব ৬০, ৮৯
জন্মান্তরবাদ (Re-birth or Reincarnation) ৬২
সংসারীর উপায় (তীব্র বৈরাগ্য) ৬৭
চাকরী (Service) ৬৮
জীবের অহংকার ৭৩, ১২৩
দয়া ১৪০
'দয়াময়' ১১০
নির্জ্জনে সাধন (How to solve the problem of life for the householder or *grihastha*) ১৬, ১০৪
পাপপুণ্য (Doctrine of Sin) ১১৫, ১৪৯, ২৫৮, [illegible]
রোগের ঔষধ ১১৬
বর্ণাশ্রমাচার ১৩৩
আদেশবাদ ৮৮, ১৩৫
প্রত্যক্ষ (Revelation) ৫৯
কর্ত্তব্য (Duty) ১৫১
জীবের মৃত্যুকাল ১৫৪
প্রতিমাপূজা (Image-worship) ১২, ৯৩
গৃহস্থাশ্রম ১২, ১৬, ২০, ২৩, ৪০, ৪৩, ১১১, ১১২, ১৩০, ১৮৪, ১২১, ২৫০
'গুরুগিরি' ৪৫, ৭০, ৭১, ১৬৭
প্রেমতত্ত্ব ১২০
সাধুসঙ্গ ২২৫
পাণ্ডিত্য ৮৫, ৮৯, ১০৮, ১৩৪, ২২১, ২৪৫, ২৪৭
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ১১৪, ১৭৯, ২০৩
তীর্থযাত্রা ১৩৯
শাস্ত্র ১৪৬
খ্রীষ্টধর্ম্ম (Christianity) ১৪৯
মা (God, the Mother) ১৫২, ১৫৮
শ্রীমতীর মহাভাব বা গোপী-প্রেম ১২০, ১৬৭
মায়াবাদ বা বেদান্তদর্শন ১৭৮, ২৩৪
মাতৃভক্তি ১৮২
অবতারবাদ (Son-ship or Incarnations) ১৯০, ২০২, ২২২, ২২৭, ২৩৪

সংবাদপত্র (newspaper)	২০১	সরল বিশ্বাস (Faith)	২৩, ১৮৭
সরলতা	১১৯, ২২৪	সাকারনিরাকারতত্ত্ব	৫৬, ১৪৫, ২১৫
Science (বিজ্ঞান)	২২৩	মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য (End of Life)	১২৫
ইংরাজী লেখাপড়া	২৪৫	Lecture দেওয়া	১৪, ১৩৩
Free Will	২৪৭	বিদ্যা (Book-Learning)	২২১
ভক্তের সুখদুঃখ (Problem of Evil)	৯৪	ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী প্রদান (Complete Self-surrender or Resignation)	১১৬, ১৫০
Theosophy	২৬১		
Philosophy	৯৯		
কামিনীকাঞ্চন	৬৬, ১২৪, ১৩০	দানগ্রহণের কুফল	১৯৩
সত্যকথা	১০২, ১৬৫	তর্কবিচার	৯১
তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী (His method of teaching)	২২১	গণিত-শাস্ত্র	২৩৪
		অহৈতুকী ভক্তি	২২৬, ২৫১

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা।

ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন। ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখন বা ভক্তসঙ্গে, নানা ভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল। সেই চিত্রগুলি সূচীপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া ঠাকুরের আনন্দ; ও বিদ্যাসাগর, কেশব, বঙ্কিম ইত্যাদি অনেক ভক্ত ও পণ্ডিতের সহিত দেখা—এ সমস্ত কথা পর পর খণ্ডে যথাসাধ্য বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

কলিকাতা,

১লা ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

উপক্রমণিকা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত।

ঠাকুরের জন্ম—পিতা খুদিরাম ও মা চন্দ্রমণী—পাঠশালা—রঘুবীর সেবা—সাধু সঙ্গ ও পুরাণ শ্রবণ—অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন—কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে অদ্ভুত 'ঈশ্বরীয়' রূপ দর্শন—ঠাকুর উন্মাদবৎ—কালীবাড়ীতে সাধুসঙ্গ—তোতাপুরী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ—তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত সাধন—ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত কথাবার্ত্তা—ঠাকুর ও অন্তরঙ্গ—ঠাকুর ও ভক্তগণ—ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ—হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—ঠাকুর ও স্ত্রীলোক ভক্ত—ভক্ত পরিবার।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার; ১২৪১ সাল, ইংরাজি ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কামারপুকুর গ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আর বর্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বৎসরকাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺ খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান্ ও পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের মা ৺ চন্দ্রমণী দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। ঐ গ্রাম কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় খুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৺ রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন, নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্য পূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাঁদা লাগ্‌ত।'

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাইয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্ব্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন—এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমৎভাগবৎ কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম আনুড়ে একদিন মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল মূর্চ্ছা—ঠাকুরের ভাব সমাধি হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছু দিন নাথের বাগানে, কিছু দিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতে কিছু দিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণী কলিকাতা হইতে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলেন। ১২৫৯ সাল স্নান যাত্রার দিন (ইংরাজি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছু দিন পরে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন। তাঁহারই দুই পুত্র রামলাল ও শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্ব্বদাই বিমনা ও ঠাকুরপ্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটীগ্রামস্থ ৺ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীশারদামণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীশ্রীমার বয়স ছয় বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার

কিছু দিন পর তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন! আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না! পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন!

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা মা করেন। কখন জড়বৎ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় থাকেন! কখন উন্মাদবৎ বিচরণ করেন! কখন বালকের ন্যায়! কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোকও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভাল বাসিতেন না। সর্ব্বদাই মা মা!

কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন,—একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্ব্বে আসিয়াছেন তিনি ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্ব্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে—প্রেমোন্মাদ; ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল। ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহারও কখন অন্তর্দ্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ) কখন অর্দ্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা!

কিন্তু ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্ব্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন। মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা তোর কথা কেবল শুন্‌বো, আমি শাস্ত্রও জানিনা পণ্ডিতও জানিনা। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস কর্‌বো'। ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন যিনিই পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা। তাঁহার শ্রীমুখের এ কথা শ্রীশ্রীকথামৃতে অনেক স্থানে আছে।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, 'তুই আর আমি এক! তুই ভক্তি নিয়ে থাক্—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখ্‌তে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আস্‌বে।' ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, 'ওরে ভক্তেরা তোরা কোথায় কে আছিস্ শীঘ্র আয়!'

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের 'কাপ্তেন', এই সময়ে আসিতে থাকেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্ব্বদা সমাধিস্থ —কখন জড় সমাধি—কখন ভাব সমাধি। সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে! সর্ব্বদাই মা মা!

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র, তার পর আসিলেন; চুনী, লাটু, নৃত্যগোপাল, তারকও পরে আসিতেন। ১৮৮১র শেষভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, সিঁতির গোপাল, ছোট গোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী, সুবোধ, সান্যাল; ১৮৮৪ মধ্যে গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ, হরি; দেখিতে দেখিতে ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র হরিপদ; আসিলেন। এইরূপে মহেন্দ্র কবিরাজ, হরমোহন, হাজরা, ক্ষীরোদ, যজ্ঞেশ্বর, কৃষ্ণনগরের যোগিন ও কিশোরী, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, মহিমাচরণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যে), সাধু প্রিয়নাথ, বিনোদ, তুলসী; হরীশ মুস্তফী, বসাখ, কথক-ঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন্দ্র, রাখাল (ঘোষ) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও সরকার, রঙ্গিন (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির, নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ৺কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা যাইবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্ব্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্দ্ধমানের সভা পণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্য্যসমাজের দয়ানন্দ, ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর, এবং সিওড়, শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা, তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয় দীন (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ; হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল, ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্তেরা সর্ব্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ও উপাসনাকালে, আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্ম মন্দির ও সাধারণসমাজ উপাসনাকালে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্ব্বদা কখন ভক্ত সঙ্গে, কখন একাকী, আসিতেন।

কাল্‌নাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্য দেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত!

ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপর দিকে আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান্ ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

এক দিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'মা তোর খৃষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।' কিছু দিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জ্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই— ভাবিলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হলে কিন্তু, মা, গলায় ছুরী দিব!'

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অনেকের নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে রামকৃষ্ণ, তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, নগেন্দ্র (মিত্র), উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র (গুপ্ত), সুরেন (বসু) ইত্যাদি; ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা; ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর আজ তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মান্দ্রাস, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান; আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড সর্ব্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইতি—

জন্মাষ্টমী, ১৩১০।
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী ও উদ্যান।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে। ২। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির। ৩। পাকা উঠান্ ও বিষ্ণুঘর। ৪। ৺ভবতারিণী মা-কালী। ৫। নাটমন্দির। ৬। ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা। ৭। বলিদানের স্থান। ৮। বিষ্ণুঘর। ৯। দপ্তরখানা। ১০। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর। ১১। নহবৎ ও বকুলতলা। ১২। ১৩। পঞ্চবটী। ১৪। ঝাউতলা ও বেলতলা। ১৫। কুঠী। ১৬। বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কী ফটক। ১৭। হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা। ১৮, ১৯। পুষ্পোদ্যান। ২০। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের বারাণ্ডা। ২১। 'আনন্দ-নিকেতন'।

১। আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস; হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক; সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! যাহার সুকৃতি-

বলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই চকলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে!

২। কালীবাড়ীটী কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্ব্বাস্ত হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকী-দারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটী লোটা সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু ফকির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী অতিথিশালায় প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায় গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এইস্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হ'লে অতিথি-শালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। তন্মধ্যে ছয়টী মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টী চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকা-যাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী!'

৩। চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটী মন্দির। উত্তরদিকে ৺রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পশ্চিমাস্য হইয়া আছেন। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে। এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটী দ্বারবান্ পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ণে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, এই জন্য ক্যাম্বিশের পরদায় বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটী পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ।

৪। দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। মার নাম ভব-

তারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা, করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বাণারসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী—আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারি সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটী, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটী; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও স্বর্ণনির্ম্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস; ফুলঝুমকা, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমর পাটা। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন! বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তরের বৃষ ও ঈশানকোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; তাহার একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত ৺ রামলালা নামধারী ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্ত্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ দেবীর ঠিক দক্ষিণে, ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পুজান্তে নানাকুসুমভূষিত, পুষ্প-মালাশোভিত, মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্দ্ধে মন্দিরের চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে সুন্দর বাণারসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারি কোণে বারটী রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্দ্ধন হইয়াছে। মন্দির দুয়ারী। দালানটীর কয়েকটী ক্ষুদ্র সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটী কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছেন। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে

শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্নমণ্ডিত। নীচের থাকে চারিটী চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটী ও সর্ব্বোপরি একটী। নীচের একটী চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺ রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

৫। কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺ মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন— যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরে উত্তর দক্ষিণ দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন, নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

৬। চকমিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিনপার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্ব্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, 'লুচিঘর' বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু, যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন।

৭। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

৮। বিষ্ণুঘরের জন্য রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের জন্য ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটী লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটী ছাগ বলি হয়। ঠাকুরদের ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি আসিয়া বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক্ স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর জন্য প্রসাদ তাঁহার ঘরে পঁহুছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা এলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানেই প্রসাদ পাঠান হয়।

৯। উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্ব্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী,

দাস দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবান্‌দের সর্ব্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটী ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহা মহোৎসবের রান্না হইত। উঠানের উত্তরে যে একতালা ঘরের শ্রেণী আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয়স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

১০। উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্দ্ধমণ্ডলাকার একটী বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারাণ্ডার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা কলকলনাদিনী গঙ্গা।

১১। পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটী চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতার ৺গঙ্গালাভ হয়।

১২। বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

১৩। পঞ্চবটীমধ্যে সাবেক একটী বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটী অশ্বত্থগাছ। দুইটী মিলিয়া যেন একটী হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটী বয়ঃাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানাপক্ষিসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান

হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্ম্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান রামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটী একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্দ্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মে নাই।

১৪। পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্ব্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গবর্ণমেণ্টের বারুদঘর (Magazine)।

১৫। উঠানের দেউড়ী হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী। ঠাকুরবাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু ইত্যাদি এই কুঠীতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয়।

১৬। উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্ত্তী যে পথ, সেই পথ ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে এই পুকুরের একটী বাসন মাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটী ঘাট। ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্ব্বমুখে যাইলে আবার একটী দেউড়ী, বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোকে যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান্ বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচি, মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

১৭। পঞ্চবটীর পূর্ব্বদিকে আর একটী পুষ্করিণী, নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্বকোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্ব্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্ম্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাহাদের ছেলেরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।

১৮। কালীবাড়ীর উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা পর্য্যন্ত, গঙ্গার ধার দিয়া, পথ গিয়াছে। সেই পথের দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। বকুলতলা হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বামপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজিতলা হইতে গোশালা পর্য্যন্ত, কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটী পুষ্করিণী আছে।

১৯। অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক্ রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানের পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুম্‌কাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপর অপরাজিতা—নিকটে জুঁই, কোথাও বা সেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। কচিৎ বা ধুস্তূরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটী কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ইত্যাদি; আবার পঞ্চমুখী জবা, চীনজাতীয় জবা, এই সব ফুলের গাছও আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটী বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্ব্বভূতে আছেন,

তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল, অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্ম বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটী ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্ত্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

২০। পরমহংসদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকে বরাবর বারাণ্ডা। বারাণ্ডার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারাণ্ডায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্ত-সঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই পূর্ব্ব বারাণ্ডার অপরার্দ্ধ উত্তরমুখো। এ বারাণ্ডায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারাণ্ডায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন। আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারাণ্ডায় একদিন নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

২১। কালীবাড়ী আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল, সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুম-বিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন! আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব! নহবৎ হইতে রাগরাগিণী সর্ব্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গলারতির সময়। তারপর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময়—যখন শীতলের পর ঠাকুরদের শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[প্রথম দর্শন।]

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। মাষ্টার দেখিলেন, একঘর লোকে নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন।

[কর্ম্মত্যাগ কথন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যথন একবার হরি বা একবার রামনাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তথন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর কর্‌তে হবে না। তথন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তথন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হ'ল।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে এথানে আসিয়া পড়িয়াছেন। সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াইতে এসেছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াতে এসেছেন। শ্রীযুত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াইতে ছিলেন। তথন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখ্‌তে যাবেন ? সেথানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন,

---

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

"আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না।" কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে ব'স্‌ব'।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাষ্টার, দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটা রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি-কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন?"

বৃন্দে। হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি কি খুব বই টই পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়া শুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাওনা বাবা! গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহই নাই

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ", ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্য-শূন্য হ'ন।

মাষ্টার। আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, "এ সৌম্য কে"—যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে! ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো।—কাল কি পরশ্ব সকালে আবার আসিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ।]

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskinএর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা এখানে বসো।

এ কথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারাণ্ডায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার; পায়ে চটী জুতা; সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞে, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওহ্‌ ঈশেনের বাড়ী!

(শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও ঠাকুরের মার কাছে ক্রন্দন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আমিও শুনেছিলুম বটে; এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

"হ্যাঁগা কুক্‌সাহেব না কি একজন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছল। কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে, এই রকম শুনেছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

(গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাক্‌ব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে-পিলে। আমি বক্‌লুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলে-পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ ক'রবে? লজ্জা করে না যে মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুর-বাড়ী ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বক্‌লুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বল্‌লুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

রামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)। ওরে রামলাল!* যাঃ—বিয়ে ক'রে ফেলেছে!

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়েছে?

মাষ্টারের বুক ঢিপ্ ঢিপ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আজ্ঞে—ছেলে হ'য়েছে। তখন ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—যাঃ ছেলে হ'য়ে গেছে!

তিরস্কৃত হইয়া মাষ্টার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোখ এসব দেখ্‌লে বুঝতে পারি। * *

"আচ্ছা, তোমার স্ত্রী কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?

(জ্ঞান কাহাকে বলে?)

মাষ্টার। আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। সে অজ্ঞান? আর তুমি জ্ঞানী?

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল; তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী'! মাষ্টারের অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে' বিশ্বাস?

---

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারী।

(প্রতিমা-পূজা।)

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া, স্বগতঃ)। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ, দুধ, কি আবার কালো হ'তে পারে?

মাষ্টার। আজ্ঞে নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাক্‌লেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস তাত ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটী কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটী জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস, সেইটীই ধ'রে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুঁথীগত বিদ্যার মধ্যে নাই।

মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার। আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার "চিন্ময়ী প্রতিমা" কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করা উচিত; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

[Lecture ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের ক'লকাতার লোকের ওই এক্! কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই! তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন! যিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র সূর্য্য ক'রেছেন, মানুষ জীব জন্তু ক'রেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় ক'রেছেন, পালন ক'রবার জন্য মা বাপ ক'রেছেন, মা বাপের স্নেহ ক'রেছেন, তিনিই বোঝাবেন। তিনি এত উপায় ক'রেছেন, আর এ উপায় ক'র্‌বেন না? যদি বোঝাবার দরকার হয়, তিনিই বোঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে,

কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হ'চ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর!

এইবারে মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি যা ব'ল্‌ছেন তাতো ঠিক! আমার বোঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি, না আমার তাঁর উপর ভক্তি হ'য়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" জানি না, শুনি না, পরকে বোঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্ক শাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা ব'ল্‌ছেন, মনে বেশ লাগ্‌ছে।"

ঠাকুরের সহিত মাষ্টারের এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা ব'ল্‌ছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এ সব ক'রেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন—যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও, কা'রও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন। যেটা যার ভাল লাগে। যেটা যার পেটে সয়।—বুঝ্‌লে?"

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারঃ স্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[ভক্তির উপায়]

মাষ্টার (বিনীতভাবে)। ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা ক'র্‌তে হয়। আর সৎসঙ্গ ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হয় না।

মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হ'লে, ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান ক'র্‌বে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা সদসৎ বিচার ক'র্‌বে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা, নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক'র্‌বে।

মাষ্টার (বিনীতভাবে)। সংসারে কি রকম ক'রে থাক্‌তে হবে?

[গৃহস্থ-সন্ন্যাস।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ ক'র্‌বে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী পুত্র, বাপ মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্চে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি।' কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

"কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান?—আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম ক'র্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার ক'র্‌তে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়্‌বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা কর্‌বে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হ'লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

(উপায়—নির্জ্জনে সাধন।)

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ ক'র্‌তে হ'লে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুল্‌তে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি ক'র্‌লে দই বসে না। তারপর নির্জ্জনে ব'সে, সব কাজ ফেলে, দই মন্থন ক'র্‌তে হয়। তবে, মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটী যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায়না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাক্‌বে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ হয় না। তাই, টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি প'ড়েছি, তাতে আছে "বস্তুবিচার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল, হাড় মাংস চর্ব্বি, নাড়ি ভুঁড়ি, মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ, ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস; তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু-বিচার; এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌লে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাক্‌তে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

গীত।

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥

মন যদি একান্ত হও জবা বিল্বদল লও।
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাওরে॥

"ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।

"তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কা'রও এক সঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা একত্র করলে যতখানি ভালবাসা হয়, ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হ'য়ে তাকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখন হেঁশালে, কখন মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
গীতা।

[নরেন্দ্র ও ভবনাথের সহিত মাষ্টারের মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁরই চিন্তা। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাহার সেই অমৃতময়া কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্র দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টার ও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহন করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটী উনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোক্‌রাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র। তিনি কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা 'কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে' তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ্‌, হাতী যখন চ'লে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'র্‌বি?

নরেন্দ্র। আমি মনে ক'র্‌ব, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'র্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নারে, অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ্ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন; তা ব'লে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)। যদি বল বাঘ তো নারায়ণ তবে কেন পালাবো। তার উত্তর এই, যে যারা বল্‌ছে 'পালিয়ে এসো' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি।

"একটী গল্প শোন্। কোন এক বনে একটী সাধু থাকে। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি এক দিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার ক'র্‌বে। একদিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আন্‌তে বনের মধ্যে গিছ্‌লো। এমন সময়ে একটা রব উঠ্‌লো, 'কে কোথায় আছ পালাও'—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে!' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালালো না। সে জানে যে, হাতী ও

যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল; আর নমস্কার ক’রে স্তব স্তুতি ক’র্‌তে লাগলো। এ দিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌চে, ‘পালাও’ ‘পালাও’। শিষ্যটী তবুও নড়্‌লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক’রে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হ’য়ে, প’ড়ে রইল।

“এই সংবাদ পেয়ে গুরুও অন্যান্য শিষ্যরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক’রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগ্‌লো। খানিক ক্ষণ পরে চেতনা হ’লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা ক’র্‌লে, ‘তুমি কেন হাতী আস্‌ছে শুনেও চ’লে গে’ল না?’ সে ব’ল্লে গুরুদেব যে আমায় ব’লে দিছলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হ’য়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখা’ন থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লে বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ ক’রেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুন্‌তে হয়। (সকলের হাস্য)।

“শাস্ত্রে আছে ‘আপো নারায়ণঃ’—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু অসাধু, ভক্ত অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকদের কাছ্‌ থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়।”

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট ক’র্‌তে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ’লে কি চুপ ক’রে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস ক’র্‌তে গেলেই, দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা ক’র্‌বার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট ক’র্‌বে বলে, উল্‌টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

“এক মাঠে রাখালরা গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাক্‌তো। এক দিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আস্‌ছিল। রাখালেরা দৌড়ে

RARE BOOK
Acc. No. 4358, dt. 4/6/07

এসে ব'ল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক্ দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, বাবা তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা ব'লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ'লে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আস্‌ছে। কিন্তু কাছে না আস্‌তে আস্‌তে ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র প'ড়্‌লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প'ড়ে রইল। ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা ক'রে ক'রে বেড়াস্, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জ'প্‌লে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্ লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাক্‌বে না। এই ব'লে সে সাপকে মন্ত্র দিলে। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম ক'র্‌লে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি ক'রে সাধনা ক'র্‌ব বলুন। গুরু ব'ল্লেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কা'রও হিংসা কো'রো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় ব'ল্লে, আমি আবার আস্‌বো।

"এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কাম্‌ড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ্ ধ'রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছ্‌ড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌লো আর সে অচেতন হ'য়ে পড়্‌লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালরা মনে ক'র্‌লে যে সাপটা ম'রে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চ'লে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'লো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চ'লে গেল। শরীর চূর্ণ হ'য়ে গিছ্‌ল। নড়্‌বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেছে, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চ'র্‌তে আস্‌তো। ভয়ে দিনের বেলা আস্‌ত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে প'ড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণধারণ ক'র্‌তো।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান ক'র্‌লে। রাখালেরা ব'ল্লে, সে সাপটা ম'রে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হ'লো না। সে জানে, ও যে মন্ত্র নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে, ডাক্‌তে লাগ্‌লো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম ক'র্‌লে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "তুই কেমন

আছিস্?” সে ব’ল্লে, “আজ্ঞে ভাল আছি।” ব্রহ্মচারী ব’ল্লে, “তবে তুই এত রোগা হ’য়ে গেছিস্ কেন?” সাপ ব’ল্লে, “ঠাকুর! আপনি আদেশ ক’রেছেন,—কা’রও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা, ফলটা খাই ব’লে বোধ হয় রোগা হ’য়ে গেছি!” ওর সত্ত্বগুণ হ’য়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছ্‌লো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার জোগাড় ক’রেছিল! ব্রহ্মচারী ব’ল্লে, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দ্যাখ্। সাপটার তখন মনে প’ড়্লো যে, রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে ব’ল্লে, “ঠাকুর, এখন মনে প’ড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে, আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট ক’র্‌বো না, তারা কেমন ক’রে জান্‌বে?” ব্রহ্মচারী ব’ল্লে, “ছি! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা ক’রতে জানিস না; আমি কাম্‌ড়াতেই বারণ ক’রেছি, ফোঁস ক’রতে নয়। ফোঁস ক’রে তাদের ভয় দেখাস্ নাই কেন?”

“দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস ক’রতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢাল্‌তে নাই, উল্‌টে অনিষ্ট ক’রতে নাই।

[ভিন্ন প্রকৃতি। Are all men equal?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা, আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে; মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফল হয় এমন আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে।

“জীব চার প্রকার,—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

“নিত্যজীব—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।”

“বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হ’য়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ’তে পারে, কেউ বা পারে না।

“মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।”

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়;—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে প'ড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, 'আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি।' কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আড়ায় তুল্‌বে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

[সংসারী লোক; বদ্ধজীব।]

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হ'য়েছে। হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি ক'রে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জল্‌লে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হ'লে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধ্‌ছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।" (সকলে স্তব্ধ।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" গীতা, ১০, ৩।

[উপায়—বিশ্বাস।]

একজন ভক্ত। মহাশয় এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ক'রতে হয়, আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা ক'র্‌তে হয়। আর বিচার ক'র্‌তে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, 'আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।'

"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়্‌ল! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য।)

"বিভীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটী একটা লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছ্‌ল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে ব'ল্লে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চ'লে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস ক'র্‌বে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার ছাখে। খুলে দেখে যে কেবল রাম নাম লেখা র'য়েছে। তখন সে ভাব্‌লে এ কি! শুধু রাম নাম একটী লেখা র'য়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ ক'র্‌বো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।" এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে লাগিলেন,—

[গীত। মহাপাতক ও নাম-মাহাত্ম্য।]

"আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

[নরেন্দ্র ও নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ।]

নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব'ল্লেন—

"এই ছেলেটিকে দেখ্‌ছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়্‌লেই ডিমটা পড়্‌তে থাকে—কিন্তু এত উচু যে অনেক দিন থেকে ডিম প'ড়্‌তে থাকে। ডিম প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা প'ড়্‌তে থাকে। প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখ্‌তে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগ্‌লে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ছাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া শুনায় সব তাতেই ভাল। সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ ক'রে কেটে দিতে লাগ্‌ল। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য।)

(মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজিতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি!

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—

"এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন, —সব মানুষ মরে যাবে; পণ্ডিতেরা মানুষ; অতএব পণ্ডিতেরা ম'রে যাবে।

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—এ কাকটা কালো; ও কাকটা কালো; (আবার) যত কাক দেখ্‌ছি, সবই কালো; অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত ক'র্‌লে ভুল হ'তে পারে; কেন না, হয় তো খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত,—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত,—এ মানুষটার বত্রিশ দাঁত আছে; ও মানুষটার বত্রিশ দাঁত; (আবার) যে কোন মানুষ দেখ্‌ছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রে আছে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপস্যসি॥ গীতা, ২, ৫৩।

['সমাধি-মন্দিরে'।]

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ পাইচারি করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথায়ও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিঃস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই! অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়! গানটী এই—

গীত।

"চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত; (কিবা) বিজলী চমকে,
সেরূপ-আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।"

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি 'কোটী শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছিলেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিঃস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছিলেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছিলেন!

এইবারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দ রসে, হায়রে) (প্রেমানন্দ রসে)"

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের রুট উঠিতে লাগিল,—

'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।' (হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)।

নবম পরিচ্ছেদ।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ গীতা, ৬, ২২।

নরেন্দ্র ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে আনন্দ।

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেয় মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে!'—বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"দ্যাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত – আফিমের মৌতাত ধ'রেছিল— তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।" (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন্ দেখিব, কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে! মনে ক'র্‌লে অন্য যায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আস্‌তেই হবে!' এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোক্‌রাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইঁহারই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার ক'রেছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' ব'লেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য ব'লেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছিলেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুসী ক'র্‌ছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে ব'সে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবান্‌কে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগ্‌ল। ভাব্‌লে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে ব'লে—

[গীত। 'শ্রীরাম কল্পতরু'।]

আমার কি ফলের অভাব।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল ; মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে ব'সে রই—যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই (ধনী গো) ও ফল গ্রাহক নই ; যাব তোদের প্রতিফল দে দিয়ে॥

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর এই গান গাইতে লাগিলেন। আবার সেই সমাধি। আবার নিঃস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির, বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে লাগিল। চক্ষের কোন্ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচ্‌কমি করিতেছিলেন ? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক !'

ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ব'ল্লেন,—"তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুন্‌বো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু'জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সাম্‌নে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন ? ঠাকুর আর একবার জিদ্ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা আর হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে॥

গীতা, বিশ্বরূপদর্শন, ১১, ১৮।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে।]

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুরবাড়ীর এদিক ওদিক্ পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্, আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আস্‌ছিস্ কি না। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি। (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাস্য)। কেমন আস্‌বি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা ক'র্‌বো।"

আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাটে গরু কিন্‌তে যায়। তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ কর্‌ছে!"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় ব'ল্‌বে কি রকম ছেলে।"

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেক ক্ষণ পরে চাঁদনির পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি। ইত্যাদি।

['আমি কে?']

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। বড় সাধ যে, আবার তাঁর শ্রীমুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল।

বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। ক্ষীণ আলোক। নাটমন্দিরে আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দেখাইতেছিল।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প! এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, "তবে এক কর্ম্ম কোরো। আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।"

মাষ্টার। যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জান? বলরাম বসু?

মাষ্টার। আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ী।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার বলিলেন,—

"তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হ'য়েছে?"

মাষ্টার। 'আনা' এ কথা বুঝিতে পার্‌ছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোক মধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছে। আত্মারাম! সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে, ভালবাসে!

অবাক্ হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে বোধ হয় বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই সেখানে যাব না ভাব্‌ছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম ক'রবে। ব'ল্‌বে তাঁর কাছে যাব, তা হ'লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে।

মাষ্টার যে 'আজ্ঞা' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে'।]

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত।

কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়, জাহাজ আসিয়াছে, আপনাকে যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়াইয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য। সমাধিস্থ!

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩ টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধুচরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন; কেশব ইংরাজি পড়া লোক, ইংরাজী দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেব-দেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে! তাঁহাদের মনের মিল কোন্ খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতূ-

হলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকারবাদী ; ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন। আবার খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্তই সন্ন্যাসীর মত, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী ; স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেক্‌চার দেন, আবার সংবাদপত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী। জাহাজের আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহীদের দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটী, ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটী, নহবৎখানা। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যান পথ ; ও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমল ভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব! ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্য্যঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন! আবার আসিতেছেন একটী মহাপুরুষ, যেন সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম্ম! এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণ-হৃদয় না বিগলিত হয়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা, ২, ২২।

[সমাধি-মন্দিরে।]

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভীড় হইতেছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব

শশব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ। একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটী টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন; তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনি আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারব?"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্ম্মে হাত পা বাঁধা? তাঁহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছেন, আর মনে করিতেছেন যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয়কর্ম্ম, 'কামিনী ও কাঞ্চন'? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারব?"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজিপুরের নীলমাধব বাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"খোলটা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃপশ্যতি স পশ্যতি॥ গীতা, ৫, ৫।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয়।

'বালিস ও তার খোলটা'। দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী; অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর ক'রে কি হবে? বরং যে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে মানুষের হৃদয়-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত?

ঠাকুর এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন;—

"তবে একটী কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানে থাক্‌তে পারে। তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। (সকলের আনন্দ।)

[এক ঈশ্বর—তাঁহার ভিন্ন নাম। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত।]

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান্ বলে।

"একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে, তা'র নাম পূজারী; যখন রাঁধে, তখন রাঁধুনি বামুন। যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধ'রে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে একজন ব্যক্তি,* তাও বল্‌বার যো নাই।

---

* ব্রহ্ম, ব্যক্তি—Personal God.

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয়। জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু, এ সব ঈশ্বর ক'রেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে, হৃদয় মধ্যে। আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হ'য়েছেন। ভক্তের সাধ যে, চিনি খায়। চিনি হ'তে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবন্ 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা।' 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা ব'ল্তে ইচ্ছা করে না যে, 'আমি ব্রহ্ম।'

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌তে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'র্‌তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরমাত্মা; ভক্তের ভগবান্।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫।

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়; আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য্য।

এদিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারি-পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন করে? ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া

দেখিতেছেন,—সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমাম্বুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! এদিকে ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ, এ সব শক্তির খেলা'। আর বলে যে, বিচার ক'র্‌তে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

"কিন্তু হাজার বিচার কর,সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান ক'র্‌ছি' 'আমি চিন্তা ক'র্‌ছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটীকে মান্‌তে হয়, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি—অগ্নি মান্‌লেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

"দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে, ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।*

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'র্‌ছেন। তাঁরই নাম **কালী**।

"**কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী**। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'র্‌ছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়: তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানরা খায়; তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা খায়, তারা বলে 'water'।

"তিনি একই; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ ব'লছে, 'আল্লা'; কেউ ব'লছে 'God'; কেউ ব'লছে 'ব্রহ্ম'; কেউ ব'লছে 'কালী'; কেউ কেউ ব'লছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।

* নিত্য—The Absolute. লীলা—The Relative phenomenal world.

কেশব (সহাস্যে)। কালী কত ভাবে লীলা ক'র্‌ছেন, সেই কথাগুলি বলুন।

[মহাকালী ও সৃষ্টি-প্রকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। তিনি নানাভাবে লীলা ক'র্‌ছেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'র্‌ছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব— বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা ক'র্‌তে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে; শ্মশানের উপর থাকেন! রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোটীবন্ধন!

"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিষ তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। হাঁ গো! গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটুলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে। দরকার হ'লে বা'র করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

"সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা'র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধান, আধেয় দুই।

['কালীব্রহ্ম'—কালী নির্গুণ ও সগুণ।]

"কালী কি কালো? দূরে কালো, জান্‌তে পার্‌লে আর কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো কোন রং নাই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দ্যাখো, কোন রং নাই!"

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

গীত।

মা কি আমার কালো রে।

কালরূপ দিগম্বরী,—হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ গীতা, ৭, ১৩।

এ সংসার কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। বন্ধন আর মুক্তি, দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত হ'য়ে যায়। তিনি 'ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী'।

এই বলিয়া ঠাকুর গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন।

গীত।

"শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুঁড়ি। (ভব সংসার বাজার মাঝে)
(ঐ যে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, (তাতে) পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ী।
ঘুঁড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে প'ড়্বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥"

"তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, তিনি তো মনে ক'র্লে সকলকে মুক্ত ক'র্তে পারেন। কেন তবে আমাদের সকলকে সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাক্‌তে ছুঁলে, আর দৌড়াদৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে খেলা হয় কেমন ক'রে? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চ'ল্লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তাই—"লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" (সকলের আনন্দ।)

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে ব'লে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার ক'র্‌গে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।" ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান ক'রে গান গাইলেন।

গীত।

"আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগাঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরী॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি॥
যশ, অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি॥"

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হ'য়েছে। প্রসাদ বলে, "মন দিয়েছ মনেরি আঁকঠারি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তি তে॥ গীতা, ৭, ১৪।

[কর্ম্মযোগ, সংসার, ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না ক'র্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ ক'র্‌তে হবে কেন? তোম্‌রা রসে বসে বেশ আছো। সারে মাতে। (সকলের হাস্য।) তোম্‌রা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেসি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোম্‌রা খুব শেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেসি কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চ'ল্‌ছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য)

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার ক'র্‌ছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'র্‌বে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও, সেই রঙ্গেই

ছুপ্‌বে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজি পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট ইট্‌মিট্ (সকলের হাস্য।) আবার পায়ে বুটজুতা; শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুট্‌বে! আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তাহ'লে অমনি শোলোক ঝাড়্‌বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা, হ'য়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, তাহা হ'লে ঈশ্বর চিন্তা, হরি কথা, এই সব হবে।

"মন্ নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান; একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥ গীতা, ১৮, ৬৬।

[ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে?' যদি সাপে কাম্‌ড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত', এই কথাটা রোক ক'রে ব'ল্‌তে বল্‌তে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি প'ড়ে শুনাতে ব'ল্‌লুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ!'

(কেশবের প্রতি) "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' বার বার বলে, সে শ্যালা বদ্ধই হ'য়ে যায়! যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হ'য়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি আমার এখনও পাপ থাক্‌বে! আমার আবার বন্ধন কি!' কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু; সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গি'ছিল, একদিন ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, একজন লোক দাঁড়িয়ে র'য়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্? তুই কি জাত? সে ব'ল্লে, ঠাকুর মহাশয় আমি হীন জাত; মুচি। কৃষ্ণকিশোর ব'ল্লে, তুই বল্ শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

"ভগবানের নাম ক'র্‌লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম্ম যা ক'রেছি আর ক'র্‌বো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতে লাগিলেন—

গীত।

আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়ে ছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; ব'লেছিলাম, 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

গীত।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্যখোটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হ'বে না কেন? জনক রাজার হ'য়েছিল। সংসার 'ধোঁকার টাটি' প্রসাদ ব'লেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ ক'র্‌লে আবার—

গীত।

"এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটী।"

"জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি।

সে যে এদিক্‌ ওদিক্‌ দুদিক্‌ রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটী।" (সকলের হাস্য)।

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা—গৃহস্থের উপায়।]

"কিন্তু ফস্‌ ক'রে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা ক'রেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস ক'রতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্যে তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি, অবসর পেয়ে এক দিনও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকে মাগ ছেলের জন্যে এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদ্‌ছে বল? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন ক'র্‌তে হয়। সংসারের ভিতর, বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির কর্‌তে অনেক ব্যাঘাত হয়! যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

"রোগটী হ'চ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া ক'র্‌তে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা; বিষয় ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে ক'র্‌লেই, মুখে জল সরে। কাছে আন্‌তে হয় না। এরূপ জিনিসও ঘরে র'য়েছে। যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার ক'র্‌তে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য বস্তু; আর সব অসৎ, অনিত্য, দুই দিনের জন্য। এইটী বোধ।

"আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন।

গীত।

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।

(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)

তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥

তোদের শ্যাম কথার কথা। আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥